বিআরটিসির মতিঝিল ডিপো

কয়েকশ কোটি টাকার সম্পত্তি ইজারা মাত্র ৩৮ লাখ টাকায়

● ২০০০ প্রতিবেদন

রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থা বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট করপোরেশনের (বিআরটিসি) মতিঝিল ডিপোতে নির্মিত হবে কমপ্রেসড ন্যাচারাল গ্যাস (সিএনজি) এবং পেট্রোল পাম্প। সে লক্ষ্যে রাজধানীর অন্যতম ব্যস্ততম এই এলাকায় কয়েকশ কোটি টাকার রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি লিজ দেয়া হচ্ছে মাত্র ৩৮ লাখ টাকায়! দরপত্রে সর্বোচ্চ দরদাতা হিসেবে 'মেসার্স ইসরাইল তালুকদার'-এর তত্ত্বাবধানে হালিম তালুকদার পেট্রোল পাম্পের অপারেটর হিসেবে নিয়োগপত্র পান। দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে ২৮৩তম পর্ষদ সভায় এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। অভিযোগ রয়েছে, এই একই প্রতিষ্ঠানের কাছে বিআরটিসির আরো অনেক সম্পত্তি লিজ দেয়া হয়েছে। কর্তৃপক্ষ বিআরটিসিকে লাভজনক প্রতিষ্ঠান বলছেন, অথচ এর কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বকেয়া বেতন পাচ্ছেন না।

চলছে হস্তান্তর প্রক্রিয়া : বিআরটিসির পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই জমির দখল বুঝে নিতে সফল দরদাতাকে চিঠি দেয়া হয়েছে। মতিঝিল বিআরটিসি বাস ডিপোর সামনে থাকা ওই জমির পরিমাণ ১৯ দশমিক ৫১ শতক। করপোরেশনের পক্ষ থেকে ২৪ মার্চ তারিখের এক চিঠি অনুযায়ী মাসিক মাত্র ৩ লাখ ২১ হাজার ৭শ ৮৬ টাকা নির্ধারিত ভাড়ায় ওই জমি পাচ্ছে বরিশালের মেসার্স ইসরাইল তালুকদার। এক্ষেত্রে এক বছরের অগ্রিম বাবদ দিতে হবে মাত্র ৩৮ লাখ ৬১ হাজার ৪শ ৩২ টাকা। টাকা পরিশোধ করা হয় যথাক্রমে ৫ লাখ টাকা, পে-অর্ডার নং-৭০৭৬৬৬১, তারিখ-১১/৩/২০১৩, উত্তরা ব্যাংক, জোয়ার সাহারা, ৫ লাখ টাকা, পে-অর্ডার নং-৭০৭৯৩৯৩, তারিখ-৬/১০/২০১৩, উত্তরা ব্যাংক, জোয়ার সাহারা, ২০ লাখ ৬১ হাজার ৪শ ৩২ টাকা, পে-অর্ডার নং-৫৩৬৭৪০২, তারিখ- ১৭/২/২০১৪, ন্যাশনাল ব্যাংক, উত্তরা শাখা এবং ৮ লাখ টাকা, পে-অর্ডার নং-৫৩৬৭৪৩৫, ন্যাশনাল ব্যাংক, উত্তরা শাখায়। চিঠি অনুযায়ী ৪০টিরও বেশি শর্তের ভিত্তিতে জমিটি লিজ পাচ্ছে ইসরাইল তালুকদার। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে আলোচ্য জমিতে একটি সিএনজি স্টেশন কাম পেট্রল পাম্প করতে হবে তাদের। সেখান থেকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জ্বালানি সরবরাহ করতে হবে বিআরটিসির গাড়িকে। অবশ্য এর যথাযথ মূল্য পরিশোধ করবে বিআরটিসি। সিএনজি স্টেশন করার ব্যয়ভার বহন করবে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান। পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে যে কোনো সময় এর মালিকানা বুঝে নিতে এবং অন্য কাউকে অপারেটর হিসেবে নিয়োগ দিতে পারবে তারা।

একই প্রতিষ্ঠানের কাছে বিআরটিসির আরো সম্পত্তি : খোঁজ নিয়ে জানা যায়, একই প্রতিষ্ঠানের কাছে বিআরটিসির একাধিক জমি লিজ দেয়া হয়েছে। রাজধানীর জোয়ার সাহারা এলাকায় নিকুঞ্জ নামে আরো একটি সিএনজি স্টেশন কাম পেট্রোল পাম্প রয়েছে এ প্রতিষ্ঠানের। সেটিও বিআরটিসির জমিতে। ৩শ কোটি টাকা মূল্যমানের সরকারি প্রায় ৪০ শতক জমির ওপর করা ওই স্টেশনটির বয়স ২০ বছরের বেশি। শুরুতে মাত্র ৫ বছরের জন্য জমিটি লিজ দেয়া হয়েছিল তাদের। বরিশাল নগরীর নথুলাবাদ বাস টার্মিনালের বিআরটিসির ডিপোর সামনে আরো একটি পাম্প রয়েছে তাদের। সেটিও চলছে একই পন্থায়।

বিআরটিসিতে চাপা ক্ষোভ : বিআরটিসির এমন সিদ্ধান্তে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন করপোরেশনের অনেক কর্মকর্তা। নাম প্রকাশ না করার শর্তে একাধিক কর্মকর্তা ২০০০-কে বলেন, 'এ রকম কথা শর্তে উল্লেখ থাকলেও সরকারের কাছ থেকে দীর্ঘ মেয়াদে লিজ নেয়া জমি সরকার আবার ফেরত পেয়েছে তেমন কোনো নজির নেই। তার ওপর আবার এখানে সিএনজি স্টেশন কাম পেট্রোল পাম্প করার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের। এক্ষেত্রে তারা ৬ থেকে ৭ কোটি টাকা ব্যয় করবে। পরবর্তীকালে দেখা যাবে, এরাই যুগের পর যুগ ভোগ করবে দুশ কোটি টাকা মূল্যের ওই জমি।'

ক্ষোভ রয়েছে শ্রমিকদের মধ্যেও : বিআরটিসি কর্তৃপক্ষ যে জায়গাটি লিজ দিচ্ছে সেটিতে বিআরটিসির শ্রমিক ও কর্মচারী ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কার্যালয় অবস্থিত। তাই এমন সিদ্ধান্তে শ্রমিক-কর্মচারীদের মধ্যেও চাপা ক্ষোভ বিরাজ করছে। এদিকে বিআরটিসির সচিব কর্তৃক গত ২ এপ্রিল একটি দৈনিক পত্রিকায় 'বিআরটিসি এখন একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠান' শিরোনামে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হলে বিআরটিসির শ্রমিক ও কর্মচারীরা হতাশ ও অবাক হন। একাধিক শ্রমিক-কর্মচারীর সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, বিআরটিসির শ্রমিক-কর্মচারীরা ২-৩ মাসের বেতন পাচ্ছেন না, বকেয়া পোশাক ও জুতার টাকা থেকে বঞ্চিত, এমনকি সরকার কর্তৃক ঘোষিত মহার্ঘ ভাতার ৩ মাসের এরিয়ার এখনো পরিশোধ করা হচ্ছে না। অথচ এদিকে কর্তৃপক্ষের কোনো নজর নেই। এই প্রসঙ্গে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন করপোরেশন শ্রমিক ও কর্মচারী ইউনিয়নের (সিবিএ) সাধারণ সম্পাদক মো. আবদুর রহিম ২০০০-কে জানান, 'বিআরটিসির কাছে সিএনজি ও পেট্রোল পাম্পের মালিকদের কোটি কোটি টাকার পাওনা বকেয়া রয়েছে। ব্যাটারির টাকা বাকি রয়েছে, রিট্রেডকৃত টায়ারের টাকা বাকি আছে। করপোরেশনে সারাজীবন পরিশ্রম করে অবসরে যাওয়ার পর চূড়ান্ত পাওনার জন্য বিআরটিসির বিভিন্ন অফিসের দ্বারে দ্বারে ঘুরছেন অবসরপ্রাপ্তরা। করপোরেশন যদি সত্যিই লাভজনক হয়, তাহলে কেন নিয়মিত বেতন দেয়া হয় না? অবসরকৃত কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিকরা তাদের পাওনা পাচ্ছে না কেন? ডিজেল সিএনজির টাকা বাকি কেন?' তাদের কার্যালয়ের জায়গা লিজ দেয়া হয়েছে– এই প্রসঙ্গে জানতে চাইলে এই শ্রমিক নেতা বলেন, 'আমরা প্রথম থেকেই এমন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে। যেখানে জায়গার অভাবে বিআরটিসির অনেক বাস রাস্তায় রাখতে হয়, সেখানে কেন সিএনজি পাম্প করার চিন্তা? আমরা সব বিষয় উল্লেখ করে চেয়ারম্যান বরাবর চিঠি পাঠিয়েছি, কিন্তু তার উত্তর আজো পাইনি।'

কর্তৃপক্ষ মুখ খুলছে না : যে বিআরটিসিকে নিয়ে এত প্রশ্ন তোলা হচ্ছে সেই বিআরটিসিতে যোগাযোগ করা হলে উচ্চপদস্থ কোনো কর্মকর্তাই এই প্রতিবেদকের সঙ্গে কথা বলতে রাজি হননি। এদিকে বিআরটিসির চেয়ারম্যান মো. জসিম উদ্দিন আহমদ দেশের বাইরে অবস্থান করায় তার সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। ■